দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 08 SEP 1992
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

73

৩৮

শিক্ষাঙ্গন

এসএসসি পরীক্ষায় মেধা যাচাইয়ে নব কৌশল

প্রকৃত মেধা যাচাই করার লক্ষ্যে বর্তমানে চালুকৃত কোর্স সমাপ্ত বা শিক্ষাবিভাগকর্তৃক পরিবর্তন না হওয়া অবধি এসএসসি পরীক্ষায় নিম্নলিখিত নিয়ম ও বিধি-বিধান চালুকরণ একান্ত প্রয়োজন।

(১) সাধারণ বিজ্ঞান ব্যতীত অন্যান্য বিষয়ে রচনামূলক শাখায় ৭৫ এবং নৈর্ব্যক্তিক শাখায় ২৫ পূর্ণমান রাখার বিধান।

(২) সাধারণ বিজ্ঞানে রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক শাখায় যথাক্রমে ৫৫ ও ২০ হওয়া এবং ব্যবহারিক ২৫ পূর্ণমান রাখার ব্যবস্থা নিশ্চিতকরণ।

(৩) ১৯৯২ সালে অনুষ্ঠিত পরীক্ষার প্রশ্নপত্রের মান অপরিবর্তিত থাকলে কোন ক্রমেই নৈর্ব্যক্তিক শাখায় প্রাপ্ত মোট নম্বর রচনামূলক শাখায় প্রাপ্ত মোট নম্বরের দেড়গুণের বেশী না হাওয়ার বিধান করা।

(৪) কোন বিষয়ের নৈর্ব্যক্তিক শাখায় প্রশ্নোত্তর ভুল হলে সমপরিমাণ নম্বর রচণামূলক শাখায় প্রাপ্ত নম্বর হতে কর্তন চালুকরণ। এতে সন্দেহমূলক উত্তরদানের প্রবণতা রোধ হবে।

(৫) যেকোন বিষয়ের রচনামূলক ও নৈর্ব্যক্তিক উভয় শাখায় বাধ্যতামুলক পাসের বিধান চালু করা।

(৬) গ্রেস প্রথা বাতিলকরণ

—তমিজ উদ্দীন আহমেদ

প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা

বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশেই শিক্ষা বিভাগকে যথাপযুক্ত মর্যাদা দেয়া হয় না। আমি প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে বিদ্যমান কতিপয় সমস্যার প্রতি আলোকপাত করছি।

(১) উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের বিগত দিন থেকে ২য় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা দেয়া হচ্ছে। অথচ উপজেলায় কর্মরত বেশীরভাগ অফিসারকে ১ম শ্রেণীর গেজেটেড করায় ক্ষমতার বৈষম্য বিরাজমান।

(২) সহকারী উপজেলা শিক্ষা অফিসারদের ২য় শ্রেণীর গেজেটেড মর্যাদা দেওয়ার কথা ঘোষণা করে তাদের ঝুলিয়ে রাখা হচ্ছে।

(৩) প্রাথমিক বিদ্যালয়ে এসএসসি এবং এসটি ও জিটি পাস থেকে মাস্টার ডিগ্রীধারী যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকা কর্মরত। এই সমস্ত শিক্ষকের মধ্যে বেতন বৈষম্য চরমভাবে বিরাজ করছে। যার আশু সমাধান অত্যাবশ্যক। কেননা, বিভিন্ন যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক/শিক্ষিকাগণ অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগছেন দীর্ঘদিন যাবত।

(৪) সাবেক এরশাদ সরকার প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সহকারী প্রধান শিক্ষক পদ সৃষ্টির ঘোষণা করেন। কিন্তু উক্ত পদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন স্কেল ভবিষ্যতে নির্ধারণের কথা থাকলেও অদ্যাবধি তার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে না। (৫) সর্বোপরি ডিগ্রী/মাস্টার ডিগ্রীধারীদের জন্য পৃথক বেতন স্কেল এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্তদের জন্য আলাদাভাবে বেতন স্কেল নির্ধারণ করার বিষয়ে জরুরী পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

উপরোক্ত সমস্যাগুলোর সুষ্ঠু সমাধান করা হলে সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা তথা শিক্ষার মান উত্তোরোত্তর বৃদ্ধি পাবে বলে আশাবাদী।

—এ কে এম আব্দুল মজিদ।